দৈনিক ইত্তেফাক

27

তারিখ 01 SEP 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করিতে হইবে

এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কারিগরি ও বৃত্তিজীবী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত ইসলামী কেন্দ্র (আইসিটিভিটিআর) মুসলিম উম্মাহর সেবায় ভবিষ্যতে আরও বিকাশ লাভ করিবে এবং ইসলামী কারিগরি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সত্যিকারভাবে গড়িয়া উঠিবে।

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আইসিটিভিটিআর-এর তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে এই কেন্দ্রের তৎপরতার ক্ষেত্র বিস্তারে সমর্থন ও সাহায্য

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

অব্যাহত রাখার জন্য ও আই সি সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্ত হইতে আশার আলো দেখিতেছি। কেন্দ্র ও উম্মাহর জন্য গৌরবময় দিন অপেক্ষা করিতেছে।'

প্রেসিডেন্ট এরশাদ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগে মাষ্টার ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত স্বাগতিক বাংলাদেশ সহ ১১টি মুসলিম দেশের ৪৮ জন ছাত্রের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সফররত ও আই সি মহাসচিব ডঃ হামিদ আলগাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এবং আই সি টি ভি টি আর-এর পরিচালক অধ্যাপক এ এম পাটোয়ারীও বক্তৃতা করেন। প্রেসিডেন্ট কনভোকেশন-পোশাকে আনুষ্ঠানিক মিছিল সহকারে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, মন্ত্রীবর্গ, পদস্থ কর্মকর্তাগণ, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। নূতন গ্রাজুয়েট ছাত্ররা জর্দান, পাকিস্তান, তিউনিসিয়া, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সুদান, সিয়েরা লিয়ন, গাম্বিয়া ও বাংলাদেশের নাগরিক।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আই সি টি ভি টি আর যৌথ ইসলামী কার্যক্রমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বাংলাদেশকে নির্বাচন করা আমাদের জন্য বিরাট গর্ব ও সম্মানের বিষয়। তিনি বলেন, ও আই সি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই কেন্দ্রের জন্য যে অঙ্গীকার প্রদান ও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে উহাতে আমি নিশ্চিত যে, এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আইসিটিভিটিআর একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেননা ইহার লক্ষ্য হইতেছে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও কারিগর সৃষ্টি করা, যাঁহারা মুসলিম উম্মাহ ও নিজ নিজ দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অবদান রাখিতে পারিবেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ আশা প্রকাশ করেন যে, আইসিটিভিটিআর-এর গ্রাজুয়েটগণ নিজ নিজ দেশের প্রযুক্তি উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন, যাহা উপযুক্ত প্রযুক্তি ও নূতন দক্ষতা সৃষ্টিতে বহুমুখী প্রভাব রাখিবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, অন্ধকার যুগে ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন, আবু রুশদ ও আল-ফারাবীর মত মুসলিম পণ্ডিতগণ জ্ঞানের মশালই কেবল প্রজ্বলিত করেন নাই, ইহাকে আরও উজ্জ্বল করেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে পুনর্জাগরণ হয়, তাহা মুসলিম পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, শিল্পী ও লেখকদের অবদান ছাড়া সম্ভবপর হইত না। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এ প্রসঙ্গে পৃথিবী ও গ্রহসমূহের গতি নির্ণয়, জটিল গাণিতিক হিসাব উদ্ভাবনে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে একটি সময়ে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবহেলা করিয়াছি, যাহার দরুন আমরা পিছনে পড়িয়া গিয়াছি। এই ব্যবধান কমাইয়া আনার জন্য আমাদের গতিকে অবশ্যই দ্রুত করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, ভাগ্যক্রমে, আমরা ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। ও-আই সি এবং ইহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্থাপন মুসলমানদের অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনার প্রথম পদক্ষেপ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তিনি খুবই খুশী যে, মুসলিম দেশসমূহের পরিবর্তনশীল প্রকৌশল ও কারিগরি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অষ্টাদশ ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে আইসিটিভিটিআর-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উন্নত ও জোরদার করিতে বলা হইয়াছে।

তিনি সন্তোষের সঙ্গে আরও উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত ওআইসি'র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি উহার সর্বশেষ বৈঠকে আইসিটিভিটিআর-এর ৩ বছর মেয়াদী উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কর্মসূচীকে ৪ বছরের ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে সম্প্রসারণ করার আহ্বান জানাইয়াছে। প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে, এই কেন্দ্রের পরিচালকমণ্ডলী উহার গত বৈঠকে জ্বালানি প্রযুক্তি, কম্পুটার সহায়ক ম্যানুফেকচারিক, টেকনোলজী ও মেডিকেল ইলেকট্রনিক্স-এর মত নূতন প্রযুক্তি ছাড়াও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় ব্যাচেলর ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

ইহার আগে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জয়দেবপুর যাওয়ার সময় রাস্তার দুইধারে ছাত্র ও শিশুসহ বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়।